নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনীতি

বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতি এক অস্থিতিশীল সময় অতিক্রম করছে, যেখানে অধিকাংশ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস এবং বিশ্বের অন্যান্য অর্থনীতিতে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে নীতি সমন্বয়ের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April, 2025-এর তথ্য মতে যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক নতুন শুল্ক আরোপ দেশটির শুল্কহারকে শতবর্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদারদের পাল্টা পদক্ষেপ ছিল সীমিত, যা যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি পণ্যের কার্যকর শুল্কহারকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে উচ্চ শুল্ক আরোপ শুরু করার পরবর্তী চুক্তি ও সমন্বয়সমূহ বিশ্ব অর্থনীতির চরম অবস্থাকে কিছুটা প্রশমিত করেছে। তবুও বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও গতিপথ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো প্রবল।

বাণিজ্যনীতির পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে, WEO কর্তৃক April, 2025-এ ২০২৫ সালের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ০.৫ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস করে ২.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে শুল্কহার হ্রাস ও এর ফলে অনিশ্চয়তা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটার কারণে জুলাই ২০২৫, WEO আপডেটে আইএমএফ ২০২৫ সালের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসে ০.২ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৩.০ শতাংশে নির্ধারণ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে সংস্থাটি ২০২৬ সালের বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করেছে। এর মধ্যে উন্নত দেশসমূহের ২০২৫ সালের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ১.৫ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে সামান্য বেড়ে ১.৬ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে যথাক্রমে ৪.১ শতাংশ এবং ৪.০ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ৪.২২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার ৫৫,৫২,৭৫৩ কোটি টাকা বা ৪৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৫০,০২,৬৫৪ কোটি টাকা বা ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৩,৩৯,২১১ টাকা (২,৮২০ মার্কিন ডলার), পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ৩,০৪,১০২ টাকা (২,৭৩৮ মার্কিন ডলার)।

জিডিপি'র প্রধান খাতভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১.৭৯ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে ছিল ৩.৩০ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪.৩৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুয়ায়ী ছিল ৩.৫১ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৪.৫১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ৫.০৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১.৫১ শতাংশ পয়েন্ট এবং ০.৫৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ০.৮৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ১০.৯৪ শতাংশ, ৩৭.৪৪ শতাংশ এবং ৫১.৬২ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় এবং জাতীয় সঞ্চয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২৯.৩৮ শতাংশ, ২৩.২৫ শতাংশ এবং ২৯.০১ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ৩০.৭০ শতাংশ, ২৩.৯৬ শতাংশ এবং ২৮.৪২ শতাংশ।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির চাপ বর্তমানের উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলায় রাজস্ব খাতে গৃহীত নানামুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অংশ হিসেবে নীতি

সুদহার বৃদ্ধি করে। গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের ফলে মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যে হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি জুন ২০২৪ এর ৯.৭২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ৮.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা পরবর্তী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি আরও হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫,১৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৩৩ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের *আইবাস ++* এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী এ সময়ে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৩৩,,৭৮৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৩.৭২ শতাংশ। রাজস্ব আহরণের উৎসসমূহের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৬৮,৪৬৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৬৪%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ ৮,১৬১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.১৫%) এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৭,১৬০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০৩%)।

অন্যদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭,৪৪,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৪০%)। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর পরিমাণ ২,১৬,০০০ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), যা জিডিপির ৩.৮৯ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,৩৩,২২২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৫.১১ শতাংশ। এ সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,০৬৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৬.৭০ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল অনুদান ব্যতীত ২,২৬,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৭০ শতাংশ। *আইবাস++* এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১,৯৯,৪৩৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৩.৫৯ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে প্রণীত মুদ্রানীতির লক্ষ্য ছিল উৎপাদনশীল খাতে অবাধ ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক অর্থনীতির সঙ্কটসমূহ: উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ এবং বিনিময় হারে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির আওতায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে নীতি সুদহার তিন দফায় বৃদ্ধি করে সর্বশেষ ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে হতে নীতি সুদহার, সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (SLF) হার এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (SDF) হার যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ ও ৮.৫০ শতাংশ কার্যকর রয়েছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির লক্ষ্য হলো: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল করাসহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ বর্ধিষ্ণু নন-পারফর্মিং লোন (NPL) সমস্যার সমাধান করা।

মুদ্রানীতিতে জুন ২০২৫ শেষে ব্যাপক মুদ্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৮.৪০ শতাংশ ও ১.০০ শতাংশ যার বিপরীতে জুন ২০২৫ শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৯৫ শতাংশ ও রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে ০.১১ শতাংশ। সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমিতির বিষয়টি বিবেচনায় জুন ২০২৫ শেষে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৯.৮০ শতাংশ, এবং অন্যদিকে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৯.৮০ শতাংশ, যার বিপরীতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.০৯ শতাংশ ও ৬.৪৯ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের দুটি পুঁজিবাজার-ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এ কিছুটা অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়েছে। জুন ২০২৪ এর তুলনায় জুন ২০২৫ সালে ডিএসই'র বাজার মূলধন ০.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৬২,২৭১ কোটি টাকায়। এ সময়ে সিএসই'র বাজার মূলধন ০.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৯১,১৯৩ কোটি টাকায়। উভয় পুঁজিবাজারে বাজার মূলধন সামান্য বৃদ্ধি পেলেও এ সময়ে ডিএসই'র ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ৯.২০ শতাংশ এবং সিএসই'র সার্বিক মূল্যসূচক ১০.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

উল্লেখ্য, বিদেশ হতে ক্রয়চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি ৮.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে আমদানি ২.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮,৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এছাড়া, **এসময়ে** রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ ২৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০,৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলতঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি ও সরকার ঘোষিত ব্যাংকিং চ্যানেলে নগদ ২.৫০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদানের ফলে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়। রপ্তানি সহায়তা প্রদান, আমদানি পর্যবেক্ষণ ও রেমিট্যান্সে সহায়তা প্রদানের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায় ও চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১৪৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে এ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ

দাঁড়ায় ৩,৩৯৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব এবং বিনিময় হারে অবচিতি চাপ হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। জুন ২০২৫ শেষে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩১.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ডলার প্রতি ১২২.৭৭ টাকায়।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষি খাতের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী' কৃষি থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি'তে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮,০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে ৩৭,৩২৬.৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.২৩ শতাংশ। এ ছাড়া, সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ১৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে ১৬,৯৮৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৯৬ শতাংশ। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ৬৯৩.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৪৮৭.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২৭.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৬৫.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২২৬.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১০.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভূট্টা ৭৩.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন, এ সময়ে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ৩৩.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.২৬ শতাংশ।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৬৭.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে ইউরিয়া ২৬.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্যখাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট উৎপাদন ও আহরণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫২.৫৫ লক্ষ মে. টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যাবে প্রায় ৪৬.০০ লক্ষ মে. টন এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে ৬.৮৪ লক্ষ মে. টন, যা মোট মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের যথাক্রমে ৮৬.৯৯ শতাংশ এবং ১৩.০১ শতাংশ।

ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১৫৫.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৫.২৬ গুণ বেশি। ফলে জনপ্রতি প্রাপ্যতা ২৩৯.২৯ মি.লি./দিন এ উন্নীত হয়েছে।

পণ্য উৎপাদনসূচক শিল্প খাতে উৎপাদন পরিস্থিতি নির্দেশ করে। বিবিএস এর কোয়ান্টাম সূচক অনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধিসহ মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (CMSME) খাতের অর্থায়নে গুরুত্ব দিচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত এ খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩,১০,৭৫১.১১ কোটি টাকা। অন্যদিকে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে এবং বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ মোট ১১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইপিজেডসমূহে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৭,০৮০.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫,৩৩,৫২৭ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন, যার মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী।

বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা আমদানি, ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ দাঁড়িয়েছে ৩০,৭৮৭ মেগাওয়াট। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে ১৬,৬০৩ মেগাওয়াট (১০ মে ২০২৫)। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ৬৬১ কিলোওয়াট ঘণ্টায় (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমানে সঞ্চালন লাইন (জুন ২০২৫ পর্যন্ত) ১৭,২৩৩ সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৪৯ লক্ষ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া গ্রাহক সংখ্যা ৪.৮৭ কোটিতে পৌঁছেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে। ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ভূগর্ভে প্রাথমিকভাবে মজুদ মোট গ্যাস (GIIP)-এর পরিমাণ ৩৮.২১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং

উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৯.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশে ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২১.৭৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে, জুন ২০২৫ এ উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ রয়েছে প্রায় ৭.৯৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বর্তমানে দেশের মোট মহাসড়কের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২২,৭১৯ কিলোমিটার। মহাসড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, টেকসই, ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য। সড়ক এর পাশাপাশি বর্তমানে প্রায় ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৮টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করছে। নদী পথের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং রক্ষণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নৌযানসমূহের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা যায়। অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নদীপথে কনটেইনার পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা তৈরির কার্যক্রম চলমান। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. এর বহরে মোট ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি উড়োজাহাজ সংস্থাটির নিজস্ব এবং দুটি লিজকৃত। লাভজনক গন্তব্যে ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, নতুন নতুন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা এবং বহর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থাটির কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে প্রতি এমবিপিএস (মেগা বিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইথের মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৪০ টাকার নীচে নেমে এসেছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) কর্তৃক প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫ অনুযায়ী ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ১৯১টি দেশের মধ্যে ১৩০তম অবস্থানে রয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সর্বশেষ ২০২৩ সালে বিবিএস প্রকাশিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশে, যা ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩ শতাংশ। তবে জিনি সহগ ২০১৬ সালের ০.৪৮২ থেকে ২০২২ সালে ০.৪৯৯-তে পৌঁছেছে, যা আয় বৈষম্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,০২,১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, যা মোট বাজেটের ১৩.৭৩ শতাংশ এবং জিডিপির ১.৮৪ শতাংশ।

বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (BIDA) এর অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে, বিনিয়োগকারীদের জন্য কার্যকরী এবং স্বচ্ছ সেবা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে, এই পোর্টালটি দেশের ৪৪টি সংস্থার ১৩৪টি সেবা প্রদান করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে BIDA-তে মোট ৯৭০টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে যৌথ উদ্যোগে (স্থানীয় এবং বিদেশি) ৬,৬০,৫৬৬ মিলিয়ন টাকা প্রস্তাবনা রয়েছে। বর্তমানে ১৯টি সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং ১৩টি অঞ্চলে ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডালিটিতে বর্তমানে ২০টি মন্ত্রণালয়ের ৩১টি সংস্থা থেকে ৮২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ, যা মানব সভ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এ প্রেক্ষিতে দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিযোজনের পাশাপাশি জলবায়ু প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Nationally Determined Contributions (NDC) প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan (BCCGAP) এবং জেন্ডার গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে এই গাইড লাইন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।